মাদকে সয়লাব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আবু বকর রাজু, চবি থেকে

মাদক গিলে যাচ্ছে গাছতলাসহ সবুজ শ্যামল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। হাত বাড়ালেই মিলছে নানা ধরনের মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য। প্রশাসনের উদ্যোগ এবং গোয়েন্দা নজরদারির অভাব ও মাদকের সহজলভ্যতার কারণে খুব সহজেই মরণনেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা। এমনকি মাদক সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেলের অ্যাম্বুলেন্সও। সম্প্রতি পুলিশের হাতে আটক বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র জুবের উদ্দিন আহমদ মাসুদের (সম্রাট), পুলিশ ও সাংবাদিকদের কাছে দেয়া বক্তব্যে এসব চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে এসেছে। সম্রাট জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে মরণনেশা ইয়াবা ট্যাবলেটের ব্যাপক চাহিদা। শুধু ছাত্রদের আবাসিক হল শাহজালালেই ২৫ জনেরও অধিক ছাত্র রয়েছে যারা নিয়মিত ইয়াবা সেবন করে, আর এসব মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের সংখ্যাও কম নয়। সরেজমিন দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ২৫ স্পটে সহজেই মিলছে গাঁজা, ফেনসিডিল, বাংলা মদ, ইয়াবা ও হেরোইনের মতো ভয়াল নেশাদ্রব্য। প্রতিদিন সন্ধ্যা নামলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং রেলস্টেশন, আইন অনুষদ ক্যাম্পাস, এফ রহমান হলের পিছনে চাঁদির পাহাড়, টেনিস কোর্ট, পুইস গেট, মোহরাওয়ালী হলের পেছনে লালপাহাড়, জাদুঘরের সামনে, ফরেস্ট্রি হেলিপ্যাড, কলা অনুষদ কুপচড়ির পাশের পুকুর, কেন্দ্রীয় খেলার মাঠের পশ্চিম পাড়, শহীদ মিনার চত্বর, মুক্তমঞ্চ, চাকসুর সামনে, পাগোডা, উস-প্রাইমারি স্কুল, ফিল সাইড স্কুলের পাশের ভেতর, শাহজালাল ও শাহ আমানত হলের সামনে বেশ কয়েকটি কটেজ, শামসুন নাহার হলের কুপচড়ির পাশে কথিত 'বাংলাতলা' নামক স্থানসহ ক্যাম্পাসের প্রায় ২৫টি স্থানে বসে জমজমাট মাদকের আসর। আর এসব মাদকসেবিদের মধ্যে শিক্ষার্থী ছাড়াও রয়েছে উঠতি বয়সী কিশোর, চাকরিজীবী ও রিকশাচালকরা। মাদক সেবনের এ সুযোগকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে অগণন ভবিষ্যে বহিরাগতদের। আর এ কথিরাগতদের অধিকাংশই ক্যাম্পাস সংলগ্ন জোবরা গ্রাম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং গেট সংলগ্ন মদনহাট ও ফতেয়াবাদের বলে জানা গেছে। সন্ধ্যা হলে ক্যাম্পাসের এসব স্পটগুলোতে ভিড়তে থাকে এলাকার বখাটে যুবকরা। কয়েকটি মোটরবাইক ছাড়াও তাদের সঙ্গে থাকে মাদক ও মাদক সেবনের যাবতীয় উপকরণ। মাতাল অবস্থায় এদের হাতে লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। সর্বশেষ এক কথিরাগতের হাতে যৌন হয়রানির শিকার হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের মাস্টার্সের এক ছাত্রী। যে ঘটনায় তার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে ইতিমধ্যেই মানুষ

শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি আসক্ত হচ্ছেন শিক্ষকরাও

নামের সমাজতত্ত্ব বিভাগের এক ছাত্রকে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের এলাকায় কিছু চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ীর ছত্রছায়ায় ক্যাম্পাসে অবাধে ছড়িয়ে পড়ছে মাদক। বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকা হাটহাজারী ও তপোবন এলাকা বাইল নামক স্থানের একটি চক্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মাদকদ্রব্যের জোগান দেয়। এদের কাছ থেকে রেলস্টেশন এলাকা ও সুইচ গেট এলাকায় মাদকচক্রের এসব নেপথ্যরা ক্যাম্পাসে সরবরাহ করে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত উপজাতি শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ এলাকা থেকে (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবনে) সরাসরি মাদকদ্রব্য সরবরাহ করে। আর এসব মাদক সরবরাহকারী আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরাপড়ার সংখ্যাও কম নয়। গত ১৯ জুন তারিখ নগরীর কাট্টলীদেপরি থেকে আটক হন চবি ছাত্র ও মাদক ব্যবসায়ী সম্রাট। এর আগে গত বছরের সেপ্টেম্বরে নগরীর ডিইপি মোড় থেকে ১ হাজার ২৩০টি ইয়াবাসহ আটক করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র তারেক মাহমুদকে। একই বছরের ডিসেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয় ১নং রেল গেট এলাকা থেকে ইয়াবাসহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে ডিবি পুলিশ। এরপর চলতি বছরের এপ্রিলে একই এলাকা থেকে ৯৪টি ইয়াবা ও ১২ বোতল ফেনসিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করে ডিবি পুলিশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ছাত্র সম্রাটের দেয়া তথ্যের পর থেকেই ক্যাম্পাসে মাদকদ্রব্য চলাচলে থাকে শিক্ষকদের মধ্যে জড়িতদের নাম। তবে আসক্ত অধিকাংশ শিক্ষার্থী সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত। সম্রাট ছাড়াও আরও কয়েকজন ছাত্র এসব মাদক সরবরাহের কাজে জড়িত। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের আবাসিক এলাকাগুলোতে মাদক সরবরাহ করে। শিক্ষকরা সবার কাছে পরিচিত হওয়ায় এসব ছাত্রদের দিয়েই মাদক সরবরাহের কাজ করানো হচ্ছে বলে একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে। তবে প্রশাসনের একটি অংশ বিষয়টি জানলেও তা এতদিন ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করে। এদিকে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগ অস্বীকার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. আলী আশরাফ বলেন, পুলিশী প্রমাণ ছাড়া কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যায় না। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে মাদক সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই কয়েকটি সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হলে এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দেয় সে সময়ে দায়িত্বে থাকা প্রধান মেডিকেল কর্মকর্তা। কিন্তু তাতেও এসব কাজ থামছে না বলে জানান, অ্যাম্বুলেন্সের দায়িত্বে থাকা কয়েকজন চালক। তারা জানান, আগের চেয়ে মাদক বহন মোটেই কমেনি। রাত ১২টা বাজলেই শাহজালাল হল থেকে সর্বাধিক কল আসে। হলে গেলে মেডিকেলে আসার পরিবর্তে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং গেট ও রেলস্টেশন ও বিভিন্ন অচেনা জায়গায় যেতে বাধ্য করে। বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ রফিকুল ইসলাম বলেন, ক্যাম্পাসের কোথাও মাদক বেচাকেনা হয়, এই ধরনের কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর দিলাজ-উদ-দৌল্লাহ বলেন, মাদকের বিষয়টি শুনেছি। আমরা প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা ও ছাত্রীরা পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছি।

তারিখ 20 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...